

SPARKIT-SOLUTION

KNOWLEDGE OF SEO

Collection by

Zubayer-Al-Mahmud



12

#SEQUENCE1

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন টিপস : প্রাথমিক ধারণা

স্বাগতম আমার SEO নিয়ে প্রথম লেখাতে। আমি এই বিষয়ে নতুন বলতে পারেন। তবুও যেটুকু শিখেছি সেটুকু শেয়ার করতে আসলাম।

SEO কি?

SEO এর পুরো রূপ হল **Search Engine Optimization**। অর্থাৎ আপনার সাইটকে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিশন (প্রদান) করাকেই SEO বলা হয়। এতে আপনার সাইটে অনেকেই সার্চ করে খুঁজে পাবে।

SEO কেন?

আপনি অনেক কষ্ট করে একটি ওয়েবসাইট বানালেন। কিন্তু সেটা কেউ জানতে পারল না। আপনি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পোস্ট করে যাচ্ছেন। সেটা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। আপনার পোস্ট/তথ্য গুলো কেউ জানতে পারছে না। তাহলে কি আপনার পরিশ্রম সার্থক হবে? উত্তর আসবে “না”। কারণ ওয়েবসাইট তৈরির পরই আপনার কাজ হবে আপনার সাইটকে সবার মাঝে পরিচিত করা। বিভিন্নভাবে আপনার সাইটকে আপনি SEO করতে পারবেন। এই SEO করার কিছু কিছু টিপস অবলম্বন করতে হয়। তাহলে আপনার সাইট সম্পর্কে সবাই জানতে পারবে। সেই টিপসগুলোই আশাকরি আপনাদের মাঝে দিতে পারব নিয়মিত।

কিভাবে SEO করব?

বিভিন্ন পদ্ধতি আছে SEO করার জন্য। তার মধ্যে কিছু ভাল ভাল পদ্ধতি আমি তুলে ধরলাম

- **টুইটার:** টুইটার একটি জনপ্রিয় মাইক্রো ব্লগিং সিস্টেম। এখানে আপনি ১৪০ অক্ষরে ব্লগিং করতে চান। একটু ভাল করে টুইটারকে ব্যবহার করে টুইটার থেকে আপনি অনেক ভিজিটর পাবেন। আপনার সাইট যদি ব্যক্তিগত ব্লগ হয় তাহলে আপনি আপনার নামে একটি টুইটার একাউন্ট তৈরি করুন। যদি আপনার সাইটটি একটি প্রজেক্ট এর নামে বা অন্য কোন ধরনের (যেমন ক্রিকেট, ফুটবল, কোন স্থানের পোর্টাল) হয় তাহলে সাইটের নামে টুইটার একাউন্ট তৈরি করুন। আপনার সাইটের পোস্টের লিংকসহ টুইটারে শেয়ার করুন। উল্লেখ্য টুইটারে ১৪০ শব্দের বেশী লেখা যায় না। তাই লিংক বড় হলে কোন URL শর্টনার ব্যবহার করতে পারেন।
- **সোশ্যাল বুকমার্ক ব্যবহার করা:** আপনার সাইটের পোস্টগুলো সবসময় সোশ্যাল বুকমার্কের ওয়েবসাইটে শেয়ার করুন। এখান থেকেও আপনি ভিজিটর পাবেন।
- **ওয়েব ডাইরেক্টরীতে সাবমিট:** ইন্টারনেটে প্রচুর ফ্রি ওয়েবডাইরেক্টরী পাওয়া যায়। এখানে আপনার সাইট বর্ণনা দিয়ে আপনার সাইট সাবমিট করুন। এখান থেকেও ভিজিটর পাবেন আশাকরি।
- **লিংক আদান প্রদান:** আপনার বন্ধুর কোন সাইটের সাথে লিংক এক্সচেঞ্জ করতে পারেন। এটার অর্থ হল আপনি আপনার বন্ধুর সাইটের লিংক আপনার সাইটের রাখবেন এবং আপনার বন্ধু আপনার সাইটের লিংক রাখবেন। এভাবে দুইজনই ভিজিটর পাবেন।
- **ব্যাক লিংক:** এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার্চ ইঞ্জিন আপনার সাইটের RANK নির্ধারণের জন্য ব্যাকলিংককে প্রাধান্য দেয়। ব্যাক লিংক হল অন্য সাইটে আপনার সাইটের লিংক থাকা। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপনার সাইটটি সম্পর্কে পরিচিত করে তুলুন। মন্তব্যের সাথে লিংক দিন। তবে এ কাজটি সাবধানে করবেন। কারণ অতিরিক্ত মন্তব্যের সাথে লিংক দিলে স্প্যাম হিসেবে গণ্য হতে পারেন।

- **সার্চ ইঞ্জিন:** নিচে এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সার্চ ইঞ্জিন কি?

সার্চ ইঞ্জিন কে তথ্য খোঁজার যন্ত্র বলতে পারেন। ধরুন আপনার আম সম্পর্কে জানার দরকার বাংলাতে এবং ইংরেজিতে। আপনি কোন সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে **Mango** লিখে সার্চ করলে আম সম্পর্কে তথ্য এনে দেবে। সেখান থেকে আপনি আম সম্পর্কে জানতে পারবেন। আবার যদি বাংলাতে জানার দরকার হয় তাহলে “আম” লিখে সার্চ করলে আম সম্পর্কে তথ্য পাবেন।

আবার ধরুন আপনার আমের ছবি দরকার। ঠিক একইভাবে **Image Search** এ গিয়ে আপনি একইভাবে আমের হরেক রকম ছবি পেতে পারেন। এভাবে সার্চ ইঞ্জিন থেকে আমরা উপকৃত হয়ে থাকি।

সার্চ ইঞ্জিন আমার সাইট কিভাবে খুঁজে পায়?

প্রত্যেকটি সার্চ ইঞ্জিনের একটি করে প্রোগ্রাম আছে। যেটি সব ওয়েবসাইটে ভিজিট করে সংরক্ষণ করতে থাকে তার ডাটাবেজে। এই প্রোগ্রামকে বলে “বট” “BOT” বা রোবট। এই ডাটাবেজ থেকেই সার্চ ফলাফল দেখায়। এই বটগুলো আপনার সাইটের কিওয়ার্ড ও কনটেন্ট এর উপর ভিত্তি করে তাদের ডাটাবেজে অর্ন্তভুক্ত করে। এজন্য সঠিক কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত।

বট কে আমার সাইট চিনিয়ে দিব কিভাবে?

আপনার সাইট যদি সার্চ ইঞ্জিনের সার্চ রেজাল্টে দেখাতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আপনার সাইটটি বট দিয়ে ভিজিট করতে হবে বা সার্চ ইঞ্জিনে সাইটটি সাবমিট করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি কথা না বললেই নয়। অনেক ওয়েবসাইট পাওয়া যায় যারা বিজ্ঞাপন দেয় “মাত্র ২৫ ডলারে ২৫,০০০ টি সার্চ ইঞ্জিনে আপনার সাইট সাবমিট করুন” জাতীয়। কিন্তু ভেবে দেখুন আপনি কয়টি সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করেন। নিশ্চই একটি! এবং তা হল গুগল!! হুমম মশাই..... শুধুমাত্র ৩/৪ টি সার্চ ইঞ্জিনে সাইট সাবমিট করলেই হবে। কিভাবে সাইট সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিট করবেন তা নিচে দিয়ে দেওয়া হল

১। গুগলে

গুগলে সাইট সাবমিট করার জন্য প্রথমে [এই ঠিকানাতে www.google.com/addurl/](http://www.google.com/addurl/) যান। নিচের মত পেজ আসবে

এখানকার

URL: আপনার সাইটের ঠিকানা। (উদাহরণ: <http://tutobd.com> বা <http://www.tutobd.com>)

Comments: (All kinds of Bangla Tutorial, Joomla, WordPress, Punbb etc বা জুমলা, ওয়ার্ডপ্রেস, পানবিবি এর সমস্ত টিউটোরিয়াল পাবেন বাংলাতে)

Optional: এই লেখার নিচের ক্যাপচা পূরণ করতে হবে

সব ঠিকঠাক পূরণ করার পর আপনি নিচের Submit এ ক্লিক করুন।

২। ইয়াহু তে

ইয়াহুতে সাইট সাবমিট করার জন্য প্রথমে [এই ঠিকানাতে](#)

<http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit> প্রবেশ করুন।

এখানে Submit a Website or Webpage সিলেক্ট করুন। তারপর নিচের মত দেখতে পাবেন।

এখানে আপনার সাইটের ঠিকানা দিয়ে Submit এ ক্লিক করুন।

৩। Bing এ

Bing এ আপনার সাইট সাবমিট করার জন্য প্রথমে [এই ঠিকানাতে www.bing.com/webmaster/submitsitepage.aspx](http://www.bing.com/webmaster/submitsitepage.aspx) প্রবেশ করুন। নিচের মত দেখতে পাবেন

এখানে আপনার সাইটের ঠিকানা দিয়ে Submit Site এ ক্লিক করুন।

আশাকরি সব সাইটে সফলভাবে আপনার সাইটটি সাবমিট করতে পেরেছেন। এ বিষয়ে আরেকটু আলোচনা আছে। তবে সেটুকু আগামী পর্বে দিব।
আশাকরি নিয়মিত পড়ছেন!! কোন সমস্যা হলে প্রশ্ন করুন।

বিঃদ্রঃ স্ক্রীনশটগুলো বড় করে দেখতে স্ক্রীনশটের উপর ক্লিক করুন।

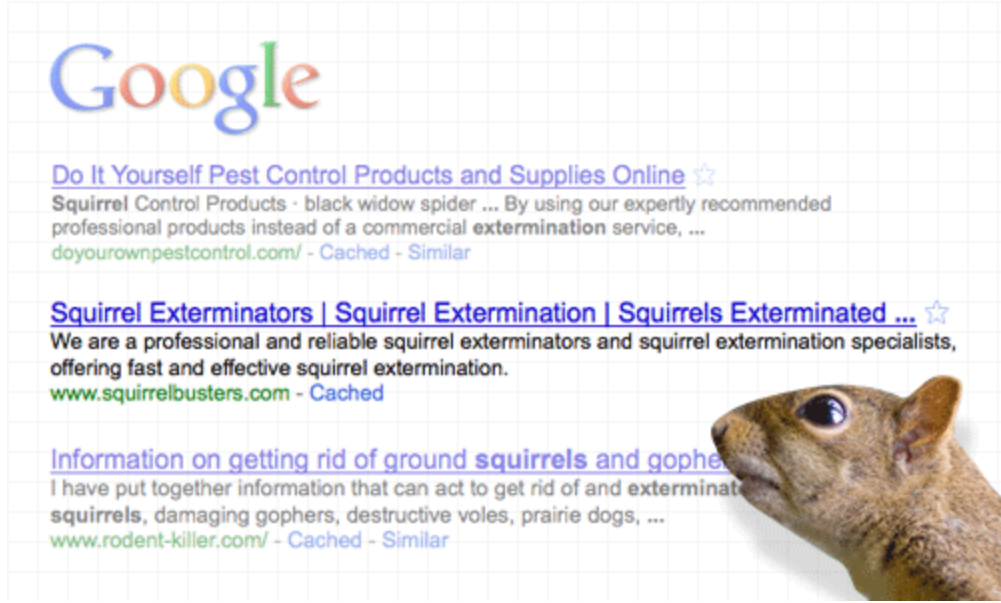
#2

৫টি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বদভ্যাস

সার্চ ইঞ্জিনগুলো মানুষ না। আর তাই মানুষ ওদের সাথে এমন সব কাজ করে যা সার্চ ইঞ্জিনের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক যে কোন ব্যক্তির কাছে বাজে লাগে। গুগল র‌্যাঙ্ক পাওয়ার জন্য মানুষের যে কত আকাংক্ষা তা এই বেপারগুলো দেখলেই বুঝা যায়।

১. শিরোনামটি কীওয়ার্ড দিয়ে ভরে রাখা

এটা সত্য যে শিরোনামে কীওয়ার্ড থাকলে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে। কিন্তু কথা হলো আপনার সাইটে যে ব্যক্তি আসবে তার সুবিধার কথাই তো প্রথম ভাবা উচিত। আরেকটা বেপার হলো শিরোনামটি সুন্দর ও মানানসই হওয়া দরকার। কীওয়ার্ড দিয়ে ভরে রাখলে ও মানানসই শিরোনাম লিখতে পারবেন না।



ছবিতে দেখুন শিরোনামটিতে squirrel অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কনটেন্টে কীওয়ার্ড দিয়ে ভরে রাখা:

ইচ্ছাকৃতভাবে একই শব্দ অনেকবার ব্যবহার করে আর্টিকেলটিকে একেবারে অসুন্দর করা কি শোভন? সার্চ ইঞ্জিন অবশ্য কীওয়ার্ড ঘনত্ব হিসেব করে শব্দটিকে বেছে নিবে। তাই বলে প্রয়োজনহীনভাবে বারংবার একই শব্দ ব্যবহার আর্টিকেলটির পাঠ যোগ্যতা হারায়।

We are a professional and reliable Arizona squirrel exterminators and squirrel extermination specialists in Arizona, offering squirrel extermination in many areas of Arizona. As a squirrel extermination company in Arizona and Arizona squirrel exterminator consultants we can exterminate squirrels quickly and effectively in Arizona. Book your Arizona squirrel extermination appointment today to exterminate your Arizona squirrel infestation.



ছবিতে যে কনটেন্ট আছে তা পড়ে দেখুন তো....কত বার একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. মতামতে নিজের নাম না দেওয়া

অনেকে তার ওয়েব এড্রেস দিয়ে বা তার সাইটের কথা নামের স্থলে লিখে দেয় মতামতে। এটা যে বিরক্তকর তা সবাই বুঝতে পারে। এভাবে ভিজিটর ডেকে কোন লাভ নেই। এখনকার ব্লগার ও ভিজিটররা অনেক এডভান্স।

2 Comments

**Arizona Squirrel Extermination**
May 14, 2010
Excellent article.
[Reply](#)



৪. অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ লিংকিং

অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ লিংকিং করে কনটেন্টের পার্থক্য হারিয়ে ফেলেন অনেকে। বেশ কিছু ওয়েবসাইটে এত বেশি লিংকিং দেখে আমি আর সেখানে যাই না। একইভাবে ভিজিটর হারানোর ভয় থাকতে পারে-যদিও সার্চ ইঞ্জিনের জন্য বেপারটা খারাপ না।

[Squirrel extermination](#) is a risky business, but here at [Squirrel Busters](#) we have over 20 years of [squirrel extermination](#) experience. [Our team](#) is qualified and experienced to tackle any [squirrel extermination](#) job and is equipped with the tools and knowledge to deal with grey [squirrel infestation](#), red [squirrel infestation](#), rabid [squirrel control](#) and hypermobile [squirrel outbreak](#). [Contact us](#) to arrange your [squirrel extermination](#) appointment.



ছবিতে দেখুন কিরকম বেশি বেশি ইন্টার লিংকিং করা হয়েছে।

৫. ব্যাক লিংকের জন্য ই-মেইল পাঠানো

অনেকে তাদের ওয়েব সাইটের একটা অংশে ব্যাক লিংক রাখার ও আদান প্রদানের কাজ করতে পছন্দ করেন। আর এজন্য অনেক বেশি মেইল করতে থাকে। এটা অতটা খারাপ না হলেও অনেকের কাছে এ ধরনের মেইল বিরক্তকর।

আমি মনে করি, সার্চ ইঞ্জিনের সুবিধার ও [পাঠকের সুবিধা](#) উভয় বিবেচনাই প্রয়োজনীয়। আপনারা কি মনে করেন, মতামতে জানিয়ে দিন।

#3

সামাজিক নেটওয়ার্ক বনাম সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন

সামাজিক নেটওয়ার্ক একটা বিশাল জনগোষ্ঠিকে একসূত্রে গেথে ফেলেছে। ফেসবুক ও টুইটারের ব্যবহার বৃদ্ধি অনেকেই ই-মেইল আদান প্রদান থেকেও বিরত রাখছে। বেশ কয়েকজন বন্ধুর সাথে ই-মেইলে যোগাযোগ হতো এখন ফেসবুকে কানেক্ট হওয়ার কারণে মেসেজ পাঠাইয়েই কাজ শেষ হচ্ছে। ব্লগের ক্ষেত্রেও কিছু দিন আগে সার্চ ইঞ্জিন থেকে যে পরিমাণ ভিজিটর পেতাম এখন তা থেকে বেশি আসে সোশিয়াল নেটওয়ার্ক থেকেই। বেপারটা অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। অনেকে ভবিষ্যতের ওয়েবকে আরও ভিন্নভাবে দেখছে, অনেকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মৃত্যু হবে বলেও মন্তব্য করে বসেছে।

কিছু দিন আগে বিং তাদের সার্চে সামাজিক নেটওয়ার্কের সুবিধা যুক্ত করেছে। সুবিধাটি এমন যে, আপনি কোন একটি পন্য খোজলে সেই আপনার অন্য বন্ধুদের কাছে প্রিয় পন্যটিও সার্চে চলে আসবে। তারও আগে গুগল টুইটারের সাথে যুক্ত হয়ে বর্তমান সময়ে অনুসন্ধানকৃত বিষয়ে কে কি বলছে তার প্রতিবিশ্বও সার্চে এনেছে, স্থানভিত্তিক সার্চও নতুন একটি সংযোজন।

ওয়েবসাইট মালিকদের কাছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের গুরুত্ব অনেক, সেই সাথে সামাজিক নেটওয়ার্কের অবস্থান ও ব্র্যান্ডিংটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে সার্চ ইঞ্জিনকে অনেক কিছুই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখি দিতে হয় এবং সঠিক জিনিসটি খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ:

বেশ কিছু দিন আগে আমার এক অনলাইন বন্ধু বিভিন্ন ছবিগ্যালারী নিয়ে কাজ করছিল। তাকে আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের উপরে গুরুত্ব দিয়ে ভাল করে কনটেন্ট লিখতে বললাম। অথচ সে তা করলো না। তার কথা হচ্ছে- ছবি গ্যালারীতে আবার লেখারেখির কি দরকার। Alt ট্যাগ ব্যবহার যদিও সে করেছে তার পরেও সার্চ ইঞ্জিন তাকে তেমন সহায়তা করে নি। তার কথা হলো খুব কম পরিমাণ ও ভিজিটর আমি সার্চ ইঞ্জিন থেকে পাই। অথচ এসইও এরর দিকে এত বেশি গুরুত্ব না দিয়ে যদি আমি নিজের মতো করে কাজ করে যাই এবং সামাজিক নেটওয়ার্কে আমার সাইটের প্রচারণা চালাই তহলে বেশ কিছু লোক একত্রিত হয়ে যায় যারা আমার সাইটটি পছন্দ করে ও বার বার আসে। যাদের পছন্দ না তারা আর আসে না।

সার্চ ইঞ্জিন রোবটগুলোর কাছে ডিজাইন ও ক্লাস বা প্রেজেন্টেশনের কোনই গুরুত্ব নেই, যদিও এগুলোতেই অনেক অনেক লিখিত কনটেন্ট থাকে। এই কনটেন্ট ও তার মান অনুধাবন করা রোবটের কাজের বাইরে।

সার্চ ইঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে মান সম্পন্ন লেখা হয় না

বেশ কিছু দিন আগে আমি [সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ৫টি ভুল প্রয়োগের](#) অপচেষ্টার কথা বলেছিলাম। সেখানে বেশ কিছু লোকের সার্চ ইঞ্জিনের প্রতি অতিরিক্ত খেয়াল রাখতে গিয়ে বেশ কিছু কাজ করে তার তালিকাটি সম্পর্কে বলেছিলাম।

অনেকে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য ব্লগে বেশ কিছু কাজ করেন, যথা-

- ১. শিরোনামটি কীওয়ার্ড দিয়ে ভরে রাখা
- ২. কনটেন্টে কীওয়ার্ড দিয়ে ভরে রাখা:
- ৪. অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ লিংকিং

কিন্তু বেপারটাকে এভাবে না দেখে সবসময় বুঝতে হবে যে মানসম্পন্ন লেখা কারো দিকে তাকিয়ে করা হয় না। এমনও হতে পারে অনেক ভাল লেখাগুলোকে সার্চ ইঞ্জিন অনেক পেছনের তালিকায় রেখেছে আবার নিম্ন মানের পোস্টও অনেক সামনে থাকতে পারে।

সামাজিক নেটওয়ার্কে একটা বিষয়ের প্রচার কিভাবে হয়?

কোন একটি আর্টিকেল লেখার পর সেটি যদি ভাল লাগে তাহলে সেটি সম্পর্কে তার পাসের বন্ধুকে শেয়ার করে। সেটি গুরুত্বহীনমনে হলে সেটা কাউকে বলে না। এটাই মানুষের স্বভাব।

কিছু কিছু পোস্ট অনেক মানুষের মধ্যে সারা জাগিয়েছে কিনা তা অবশ্য বেশ কিছু পদ্ধতিতে বুঝা যায় আমি মূলতঃ ফেসবুকে শেয়ার ও লাইক সংখ্যা ও মতামতের মাধ্যমে বুঝতে পারি। এখন যদি এমন হয় যে বিষয়টি অনেকবার শেয়ার করা হয়েছে অথচ সেই বিষয়টিতে সার্চ করার পরে পোস্টটির লিংক প্রথম পাতায় চলে আসলো না। সার্চ ইঞ্জিন তো কী ওয়ার্ড ডেনসিটি সহ বেশ কিছু বাস্তব জিনিসের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। আর্টিকেলটিতে যদি সেই সব শব্দ বেশি হয় যা লিখিত বিষয়টির সাথে অতটা সমঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাহলে তো পাঠক সার্চ করেও এই ভাল লেখাটি খুঁজে পাবে না।

সামাজিক নেটওয়ার্কে একটি জিনিস বেশি দিন চোখের সামনে স্থির থাকে না। এর মাধ্যমে কেউ প্রয়োজনীয় বিষয়টি অনুসন্ধানও করে না। বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে। তাই অনেক পরে সেই বিষয়টির অনুসন্ধান করতে হলে প্রত্যেকে সার্চ ইঞ্জিনের দিকেই ধাবিত হয়।

এত সব আলোচনায় অনেকে মনে করতে পারেন যে আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের বিবুদ্ধে কথা বলছি। বরং সেটা না, আমি মূলতঃ এ জিনিসটা বুঝাতে চেয়েছি যে, এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন মানুষ নিজেই কোনটি ভাল, কোনটি মান সম্পন্ন তা নিজেই বলতে পারে। সারা বিশ্বে সেটা প্রচার পেতেও সময় লাগে না। ইদানিং কালে [গুগলে কোন বিষয় সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান হলো](#), টুইটারে বা ফেসবুকে কোন বিষয়ে বেশি কথোপকথন হলো সবই মানুষের হাতের মুঠোয়। সাইটের নেটওয়ার্কি ও অপটিমাইজেশনে অনেক অনেক বিষয়ই খেয়াল রাখা দরকার হয়ে পরেছে।

Usability যখন Search Engine Optimization এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়

বেশ কিছু দিন আগে একজন বলল যে সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে অনেক বিপদে আছে। সার্চ দিলে প্রথম পাতায় এমন কিছু ফলাফল আসে যেগুলোতে প্রকৃত বিষয়টি নেই। কয়েক পৃষ্ঠা ব্রমণের পরে হয়তো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের অভিযোগ অনেকেরই, এমনকি অনেক SEO এক্সপার্টরাও এ বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন। আবার কেউ কেউ বলেন একটু ভিন্নভাবে। সঠিকভাবে কীওয়ার্ড না দেওয়ার কারণে হয়তো সঠিক তথ্যটি পেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু সার্চ ইঞ্জিন কোন মানুষ নয় এবং বর্তমান আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এত ব্যাপকভাবে ব্যাহত বা উন্নত নয় যে মানুষের মনের কথাটা সহজেই কম্পিউটার বুঝে ফেলবে। কেউ কেউ বলছেন যে, এজন্য আমাদের আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে যখন সহজেই সঠিক

তথ্যটি পাবো।

কারও অভিযোগটা আবার ভিন্নরকমের। কেউ বলেছে যে, সার্চ করার পর যে পৃষ্ঠাটিতে ক্লিক করলাম সেটাতে সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায় নি তবে সেখানে একটি লিংক দেওয়া আছে সেখানে সঠিক তথ্যটি পাওয়া গেছে। আবার এমনও হচ্ছে যে, মূল তথ্যটি পৃষ্ঠাটির এক কোন আছে অথচ আজো বাজে লিংক আর হিজিবিজি অপ্ৰয়োজনীয় লেখায় মৌলিক বেসারটাই বুঝা যাচ্ছে না।

এবার আসি মৌলিক আলোচনায়। আজকের আলোচনার বিষয় ইউজাবিলিটি নিয়ে। সাইটের পাঠকের সুবিধামতো তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার উপর এখন অনেক ওয়েব ডিজাইনাররা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

যে পাঠক ওয়েবে সার্চ দিয়ে সঠিক তথ্যটি পেল না সে কি বেশিক্ষন সেই সাইটে থাকবে নাকি আবার সার্চ তালিকার অন্যগুলো খোজবে? অবশ্যই সে অন্য যায়গায় চলে যেতে বাধ্য হবে। আর সেখানে তার চাহিদা পূরন হলে সেই সাইটের অন্যান্য পোস্টগুলোও ক্লিক করে করে দেখবে। এটাই সবার ক্ষেত্রে নিয়ম।

অনেকে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কথা ভেবে [বেশ কিছু বদঅভ্যাস](#) গড়ে তোলে যার ফলে সাইটের সৌন্দর্যে হানি ঘটে। পাঠকের পাঠ যোগ্যতা হারায় সাইট।

- অনেকে ব্লগের মৌলিক বিষয়ের বাইরে কীওয়ার্ড ব্যবহার করে আর মনে করে সেই কীওয়ার্ড ধরে কিছু বাড়তি ভিজিট পাওয়া যেতে পারে। অথচ সেই ভিজিটের কোনই মূল্য নাই। ভিজিটর এসে সাথে সাথে চলে যাবে। আর যদি সার্চ ইঞ্জিনের লোকেরা এটা জানতে পারে তাহলে সাইটের র‍্যাংক কমতে সময় লাগবে না।
- বেশ কিছু ব্লগে অতিরিক্ত ইন্টার্নাল লিংকিং ব্লগ পাঠকের পাঠযোগ্যতা হারায়।

- আবার অনেকে ব্লগের মাঝামাঝি বিভাগটি এমনভাবে দিতে পছন্দ করেন যাতে পাঠক ভুলবসত ক্লিক করেন। অনলাইনে আয়ের বেসারটার সাথে সাথে ইউজাবিলিটির শিক্ষাটির একটা সামঞ্জস্যতা থাকলে এটা করা থেকে বিরত থাকতো।
- বেশি ব্যাকলিংক পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ডিরেক্টরীতে নিজের সাইটের রিভিউ লিখে অনেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিসিপ্রোকাল লিংক নিজের ওয়েবে জমা রাখার সর্ব আছে। অনেকে লিংকের সাথে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলও রাখতে বলে। বেশ কয়েকজন আবার সাইটের ভিজিটর ট্র্যাকিং করার জন্য অনেক অনেক রকমের জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে সাইটটি অনেক ভাঙী করে ফেলেন।

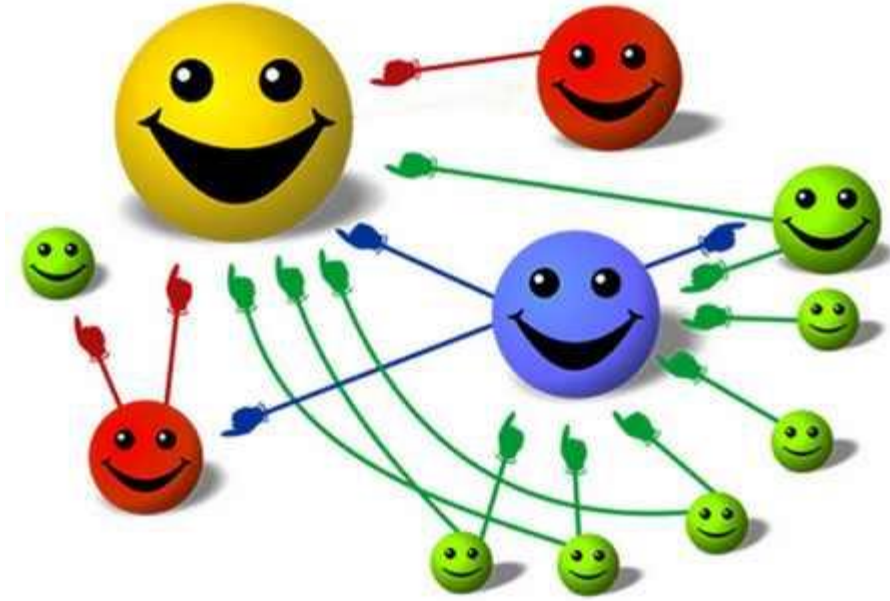
উপরের চারটি বিষয় ছাড়াও আরও অনেক অনেক বিষয় আছে যা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য ভাল হলেও সাইটের পাঠকদের জন্য ভাল নয়। তবে একটি সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে পাঠক ও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কথা ভেবে কাজ করে গেলে সফলতা খুব দূরে থাকবে না।

..

#5

মানসম্পন্ন লিংকের বৈশিষ্ট্য

আজ খুবই দ্রুতগতিতে টিউটোরিয়ালটি লিখে যাবো। হাতে একদম সময় নেই তার উপর কয়েকদিনের ভ্রমনের ঝামেলায় কোন পোস্ট লেখা হয় নি। বেশ একটা যোগাযোগ বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছি। সাইটে পুরানো ভিজিটর এসে নতুন কিছু খুঁজে না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন। বেশ কিছু দিন আমি ব্যাক লিংক সংগ্রহের চেষ্টা করে দেখি ব্যাকলিংক ঠিকমতো তৈরী হচ্ছে না। তারপর ব্যাকলিংকের বেসারে বেশ কিছু দিকের উপর নজর দিলাম।



সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কাখটার সাথে যারা পরিচিত তারা সবাই জানে যে ব্যাকলিংক সাইটের র‌্যাংক বাড়িয়ে দেয়। আর ব্যাক লিংক সম্পর্কে যতটা পরিচিত ততটা অবশ্য লিংকের মূল্যমানের বেসারটার সাথে সাবাই পরিচিতি নয়। মূলতঃ আজ আমি ব্যাক লিংকের গুরুত্বের কথা না বলে মূল্যবান লিংকের কথা বলতে এসেছি।

[কতগুলো ব্যাকলিংক হলে আপনার সাইটের কতটুকু উন্নতি হবে](#) এ বেসারে যে সব কথা বলেছিলাম তার মধ্যে কয়েকটি অক্ষরে ব্যাক লিংকের মূল্যমানের বেসারটা আলোচনা করেছিলাম অনেকটা এভাবে

আরেকটা বেপার আপনার ব্যাক লিংকেরও একটা মূল্য মান আছে। কোন একটি ফোরামে (যার প্যাজ র্যাংক ৩/৪) আপনার স্বাক্ষরের লিংকের চেয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের (প্যাজ র্যাংক ৯) ব্যাক লিংকের গুরুত্ব অনেক বেশি হবে। বেপারটা এরকম যে ভাল মানুষ আপনাকে ভাল বলে কিনা- ভাল মানুষ আপনাকে ভাল বললে তবেই আপনি ভাল।

এ কথাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখন দেখে নেই একটি লিংকের গুরুত্ব কিভাবে নির্ধারন করা হয়।

১. একই ধরনের টপিকের ব্যাকলিংক

ব্যাকলিংকের ক্ষেত্রে আমি কখনোই শুধুমাত্র সার্চ ইঞ্জিনের কথাটা চিন্তা করি না। একই ধরনের টপিকে ব্যাকলিংকগুলোতে ক্লিক বেশি পড়ে। ভিজিটরের চাহিদার উপরে ভিত্তি করে একই ধরনের আলোচনায় সেই সম্পর্কিত লিংকে ক্লিক যেমন বেশি পড়বে, সার্চইঞ্জিনও তার গুরুত্ব বেশি হবে।

২. বিশ্বস্ত সাইটের লিংক

কবে যেন বলেছিলাম, “ভাল মানুষ যদি আপনাকে ভাল বলে তবেই আপনি ভাল মানুষ” আর এ কথাটি যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে বলতে হবে তা জানতাম না। এখন দেখছি ভাল সাইটের ব্যাকলিংকের দাম বেশি। তাই ভাল সাইট যদি আপনার সাইটের ব্যাকলিংক দেয় তাহলে সেই লিংকের গুরুত্ব বেশি হয়।

৩. রিসিপ্রোকাল লিংক

অনেক সময় বিভিন্ন সাইটে লিংক আদান প্রদান করা হয়, আর সেই লিংকটিরও গুরুত্ব কম থাকে। বিশেষতঃ ওয়েব ডিরেক্টরীগুলো এই ধরনের ব্যবস্থা রেখে থাকে। অনেক সময় সেই সব লিংকের গুরুত্ব কম হয়ে থাকে।



৪. জাভাস্ক্রিপ্ট/ক্লাস বা অন্যান্য এমবেড লিংক

জাভাস্ক্রিপ্টের লিংকগুলো সার্চ ইঞ্জিনগুলো ইনডেক্স করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাভাস্ক্রিপ্ট বিভিন্ন রেনডম লিংক প্রদান করা হয় আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো বেশি দিন স্থায়ী হয় না। আবার ক্লাস ও বিভিন্ন এমবেড মিডিয়ার লিংকগুলোও সার্চ ইঞ্জিন বটগুলো পড়তে পারে না তাই সার্চ ইঞ্জিনের কাছে সেই লিংকগুলোর দাম নেই।

৫. এংকর টেক্সট

শুধু কীওয়ার্ডই কোন একটি লিংকের পরিচয় বহন করে না। এংকর টেক্সটগুলোও একটি লিংকের সাথে সংযোজিত হয়ে যেতে পারে। [Click Here](#) লিখে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখুন। প্রথমে এডোবি অ্যাক্রোবেট রিডারের লিংকটি চলে আসে। তার কারন হলো এই এংকর টেক্সট দিয়ে সবচেয়ে বেশিবার এডোবি অ্যাক্রোবেট রিডারের লিংকটি প্রকাশ করা হয়েছে। কোন লিংকের এংকর টেক্সটও কীওয়ার্ডের মতো ভূমিকা পালন করতে পারে!!!

৬. ভেতরের/আনইনডেক্স পাতা ও প্রথম পাতার লিংক

এটা সহজেই ধারণা করতে পারেন যে, ভেতরের পাতার লিংকের চেয়ে প্রথম পাতার লিংকের মূল্যায়ণ বেশি হবে কারন এই পাতাটি সবচেয়ে বেশি বার করে ইনডেক্স হয়।

ভবিষ্যতে হয়তো লিংকের বেপারে আরও জানতে পারবেন, ভাল থাকুন।

#5

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে ওয়েব হোস্টিং এর ভূমিকা

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের উপরে বাংলা ভাষায় অনেক ভাল ভাল লেখা দেখে থাকলেও হোস্টিং প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপরে তেমন আলোচনা শুনি নাই। তাই আমি নিজেই লিখতে বসলাম। ইদানিং ওয়েব হোস্টিং এর উপরে কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে হয়েছে তার-ই আলোকে পোস্টটি লেখা।

ওয়েব হোস্ট কেনার সময় অনেকে দুইটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে সাম্যক ধারণা নিয়ে ওয়েব হোস্টিং কেনা উচিত।



- হার্ডডিস্ক এ কি পরিমান জায়গা থাকবে?

- প্রতিমাসে কতটুকু ব্যান্ডউইথ পাওয়া যাবে?

- মাসিক/বার্ষিক খরচটা সেই তুলনায় কত?

কিছু বেশিক বেশ কিছু জিনিস ছাড়াও আরও অনেককিছুই ভাবতে হবে। আনলিমিটেড ওয়েব হোস্টিং প্লানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিয়ে। সাধারণতঃ আপনার জন্য প্রদানকৃত ওয়েব সারভারে অনেকগুলো ওয়েবসাইট একসাথে চালানো হয়। একই আইপিতে কয়েকশত পর্যন্ত সাইট চলে। এই সাইটগুলোর মানের উপরে আপনার সাইটের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কখনো কখনো নির্ভরশীল হতে পারে। সেই সাইটগুলো যদি স্ক্যাম সাইট হয় তবে বিশাল বিপদ হবে। অনেক ধরনের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করেও লাভ নাও হতে পারে।

সার্চ ইঞ্জিন সমূহ একই আইপির সাইটগুলোকে একই প্রতিষ্ঠানের সাইট ভেবে নিতে পারে। একই সারভারে কোন কোন সাইটের জন্য সার্চ ইঞ্জিনগুলো কালো আইপি তালিকা তৈরী করে ফেলে। ফলে সেই সব সাইটের কারণে আপনার সাইট কালো তালিকাভুক্ত হয়ে যেতে পারে। অনেক অপটিমাইজেশনের পরেও সার্চ ইঞ্জিন রোবট দ্রুত ইনডেক্স নাও করতে পারে আপনার সাইট।

অনেক প্রতিষ্ঠানই ফ্রি হোস্টিং প্রদান করে থাকে। আর সাধারণতঃ একই আইপিতে সেই সাইটগুলো চলতে দেখা যায়। যারা ফ্রি হোস্টিং গ্রহণ করে তারা যদি ভাল কোন সাইট না চালায় এবং আপনি যদি সেই আইপিভুক্ত ফ্রি হোস্টিং গ্রহণ করে থাকেন তাহলে বিপদের আসংখ্যা থেকে যায়।

একইভাবে ভাল সাইটগুলো যেই সারভারে/আইপিভুক্ত থাকে সেখানে আপনার ফ্রি/শেয়ার হোস্টিং নিলে সহজেই সার্চ ইঞ্জিনের সুদৃষ্টি পেতে পারেন।

সবচেয়ে ভাল সমাধান হলো নিজস্ব আইপি নিয়ে সাইট চালানো। এবং নিজস্ব আইপির জন্য আপনাকে মাসিক টাকা দিতে হবে। বিশ্বসেরা হোস্টিং প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত সর্ব নিম্ন আইপি প্রতি মাসিক ২ ডলার করে রাখে। রিসেলার, ভিপিএস বা ডেডিকেটেড সার্ভারের সাথে অনেক সময় দুই বা ততোধিক ফ্রি আইপি প্রদান করতে পারে। দেশ ভেদেও ওয়েব হোস্টিং বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আশা করা যায় পরবর্তিতে এই সব বিষয়ে আরোও বেশি আলোচনা করা হবে। আপাতঃ এই বেপারে আপনাদের অভিজ্ঞতা মন্তব্য অংশে শেয়ার করতে পারেন।

ট্যাগ: [ওয়েব হোস্টিং](#), [সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন](#)

#6

ইউজারের পছন্দ ও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ভবিষ্যত

২০১০ ও ২০১১ সালে বিখ্যাত সার্চ ইঞ্জিনগুলোর গুণগত মানের বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। মানুষের চাহিদা, পছন্দ, অপছন্দের বেপারটি অনেক আগে থেকেই সার্চ ইঞ্জিনগুলোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করলেও এখন সরাসরি কিছু জিনিসকে গুরুত্ব দেওয়ার বেপারটি সবার নজর কাড়ছে।

সার্চ ইঞ্জিনের বেপার অধিকাংশ লোকের কথা হচ্ছে- যা দরকার তা সার্চ করে পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষের দরকারের বেপারটা বুঝে ফেলে তা তার সামনে এনে হাজির করাটা এত সহজ কাজ না। একই কীওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করেও এক এক জন এক এক রকমের জিনিস খুজে বেড়ায়। তবে সার্চ ইঞ্জিনগুলোর সাম্প্রতিক সময়ের পরিবর্তনের প্রায় সবগুলোই মানুষের পছন্দ ও অপছন্দের ভিত্তিতে এনে দিয়েছে।

এবার নিজস্ব পছন্দ ও সার্চ ইঞ্জিনগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করছি।

১. সামাজিক নেটওয়ার্কে আপনার ও আপনার বন্ধুদের পছন্দ ও অপছন্দ

গুগল সার্চে আপনি একটি কী-ওয়ার্ড সার্চ দিয়ে যেই ফলাফল পাবেন অন্য কেউ সার্চ দিয়ে একই ফলাফল নাও পেতে পারেন। কারন সামাজিক নেটওয়ার্কে আপনার পছন্দের বিষয়গুলোর সাথে (আপনি এবং আপনার বন্ধুরা যা পছন্দ করেছে) সেই বিষয়ে মিল রেখে সার্চ দিলে সেই বিষয়গুলোকে সার্চ ইঞ্জিন প্রাধান্য দিবে। মূলতঃ ফেসবুকে লগইন থাকা অবস্থায় সার্চ দিলে এই বৈশিষ্ট্যটি ঘটে।

২. সাম্প্রতিক আলোচনা

বিশ্বে এই সময়ে কি হচ্ছে এবং কোন একটি বিষয়ে কোন কোন কথা আলোচনা হচ্ছে তা জানার জন্য টুইটারের জুরি নেই। টুইটারের মাধ্যমেই মানুষ সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয় সম্পর্কে মানুষের উন্মুক্ত মতামত জানতে পারে। সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে সার্চ করলে এবং সার্চকৃত বিষয়টি আলোচিত বিষয় হলে সেটাও সার্চ ফলাফলে দেখানো হয়।

৩. গুগলের +১ বাটন



যদিও গুগলের +১ বাটনটি পরিক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে তার পরেও এটিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। এমনও হতে পারে এই বাটনের মাধ্যমে অধিক নম্বর পাওয়া লিংকগুলোকে সার্চ ইঞ্জিনগুলো বেশি গুরুত্ব দিবে।

এই তিনটি বিষয়ে কথা বলার অবশ্য একটি কারন আছে- মানুষের পছন্দকে সরাসরি কাজে লাগানো হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে। আপনার পছন্দ, আমার পছন্দ এক না। কিন্তু আপনার পছন্দটাকেও ট্র্যাক করে সেটা তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। এখন সেই সময়টা এসেছে যখন আপনাকে সার্চ ইঞ্জিন বুঝতে পারবে এবং আপনার চাহিদা মতো এগিয়ে যাবে।

ভবিষ্যত সার্চে বিষয়টা কেমনভাবে প্রতিফলিত হতে পারে? কেউ কেউ বলেছে সার্চে প্যাজ র‌্যাংকের বিষয়টা একসময় গুরুত্বহীনও হয়ে যেতে পারে। আপনি কোন দেশের নাগরিক সেটা দেখেও আপনার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আপনার চাহিদাগুলো কি হতে পারে? এইসব বিষয়ে ব্যাপক গবেষণায় এটাই বুঝা যাচ্ছে যে- পছন্দ ও অপছন্দের উপরে ভিত্তি করে আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনগুলো। আর তাই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনেও ব্যাপক ভিত্তিক পরিবর্তন আসতেই পারে।

#7

৮ সেকেন্ডে ভিজিটরের মন জয় -!-



অনেক সার্চ ইন্জিন অপটিমাইজেশন বিশেষজ্ঞদের মতে আপনার ওয়েব সাইটের ভিজিটরকে যদি আপনার সাইটে আটকে রাখতে চান/নিয়মিত করতে চান তবে সে ক্ষেত্রে আপনার লাগবে মাত্র ৮ সেকেন্ড।

তার মানে ৮ সেকেন্ডেই সফলতা অর্জন,এটি করার সাধ্য নেই আপনার ?

চলুন সেটাই করি—

একজন পরিদর্শক/ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইটে আসে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে কিনা (হয়তো একটি প্রতিযোগিতামূলক ওয়েবসাইটে) বের হয়ে যাবে অথবা অধিক সময় থাকার সিদ্ধান্ত নিবে।

১ম সেকেন্ড

আপনার ওয়েব সাইটের কাজ হবে. এটি সুস্পষ্ট এবং রান অবস্থায় থাকা লাগবে... কিন্তু আমরা অনেক ওয়েব সাইট কে দেখি যে ঘন্টা/২০/১০ মিনিটের জন্য নিচে/ডাউন হয়ে থাকে, এবং ওয়েবব্রাউজারদের কোন ধারণা আছে দেখা যায় না হয়ত সাইট অফ থাকে কিন্তু এডমিন জানেও না বা খবর ও নেয় নি কি কারনে সাইট ডাউন, উপরন্তু, আপনার ওয়েবসাইটের সব পরিচিত ব্রাউজার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (IE, ফ্রোম, ফায়ারফক্স, সফারি)থাকা প্রয়োজন, এবং আপনার ভিজিটর থেকে কিছু দাবি অবশ্যই করা উচিত. উদাহরণস্বরূপ, “এই ওয়েবসাইট ক্ল্যাশ প্লেয়ার সঠিকভাবে কাজ করার প্রয়োজন.” দর্শকদের অধিকাংশই শুধু ব্রাউজারে ক্লাশ প্লেয়ার সাপোর্ট করে না দেখলেই তারা এই সাইট টি দেখা বন্ধ করে দেয়।

২-৩ সেকেন্ড

দর্শকরা/ভিজিটররা সাইটের প্রথমেই শিরোনাম পড়ে,যেটা তাদের ব্রাউজারে প্রদর্শিত হয়। ভিজিটর শিরোনাম পড়ে কেননা সে জানতে চায় কোথায় ডুকেছে বা কোথায় তিনি অবতরণ করেছে।

অগ্রহণীয় শিরোনাম: Unacceptable titles:

হোম পেজ /Homepage

স্বাগতম আমাদের ওয়েবসাইটে/Welcome to our website

শিরোনামহীন শিরোনাম/Untitled title

[এই ধরনের টাইটেল ভিজিটরদের কনফিউসড করে তোলে, তারা বুঝতে পারে না কোস ধরনের সাইটে সে ভিজিট করতেছে।]

যদি আপনার ওয়েবসাইটে একটি তথ্যমূলক শিরোনাম থাকে তখন আপনার ভিজিটর রা বুঝবে সে ঠিক যায়গায় এসছে এবং ৩ সেকেন্ড ব্যায় করবে।

আমার মতে সাইটের মোটামুটি বড়(বেশি নয়)হবে এবং এই সাইটের মূল বিষয়বস্তু স্থান পাবে তাতে।

৪-৫ সেকেন্ড



সাইটের উপরে একটি শব্দ (খবরের কাগজ ব্যবহৃত) বা একটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার উপরের এলাকা,সাধারণত যে বিভাগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠকের স্বার্থ লাভ হবে.

কিন্তু আপনি সাইটকে এত বেশি লম্বা করলেন যে সে আসল/মূল নিউজি পড়তে তাকে মাউস স্ক্রল করে অনেক নিচে নামতে হবে,তাই অনেক ভিজিটর আপনার সাইট হতে বের হয়ে যাবে।

তাহলে আপনাকে সবার আগে দিতে হবে এমন সংবাদের স্থান যা সবার গ্রহণীয় বা ব্রেকিং নিউজ টাইপের খবর।

আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এড়ানো উচিত:

কোম্পানির পরিচালক থেকে বার্তা

কোম্পানী ইতিহাস

আপনার ছবি!

সাইটের প্রথম পাতায় এবং টপে/উপরের অংশে এই ধরনের কিছু দিবেন না,এতে ভিজিটর ভাববে সাইট টি অতি পার্সোনাল বা শুধু কর্পোরেট এবং তার কাছে আপনার সাইট অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

৬-৮ সেকেন্ড



ভিজিটর আপনার সাইটের প্রতি আগ্রহী,সে সাইট সম্পর্কে এবার অবগত হয়েছে যে এই সাইটের কাজ কি ।

এখন আপনার ওয়েবসাইট তাঁকে সন্তুষ্ট করচ্ছে, তিনি দ্রুত খুঁজে পেতে চাইবেন সে কি চায়/কি কারণে এখানে ভিজিট করা।

উদাহরণ:

১। যদি আপনার একটি হোটেল ওয়েবসাইট থাকে তবে পরিদর্শক/ভিজিটর একটি সহজ ফর্ম পূরণ করতে যোগাযোগ করতে চাইবে

২। আপনার যদি ই-শপ/দোকান আছে, ভিজিটর চাইবে যাতে সে খুব সহজে এবং দ্রুত কিনতে সক্ষম হয়।

৩। যদি আপনার সাইটে কোন ডাউনলোড করার মত /সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম থাকে, তখন ভিজিটর চাইবে হোমপেজ থেকে সেটি ডাউনলোড করার লিংক পেতে।

৪। যদি আপনার সাইট টি একটি বাংলা ব্লগ হয় তবে ভিজিটর সার্চ করবে তার পছন্দের বিভাগটি এই সাইটে আছে কিনা

৫।যদি আপনার সাইট একটি সেবামূলক সাইট হয় এবং সেবা প্রদানের বিনিময়ে অর্থ নেয়,এমন সাইটে ভিজিটর চাইবে আগে আপনারা কি করছেন।

[সাইটের টাইটেলের সাথে মিল রেখে সাইটে কন্টেন্ট রাখুন,টাইটেল এক আবার ভিতরে অন্য কিছু সেটা কোন ভিজিটর মেনে নেবে না]



#8

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে যে তিনটি বিষয় বলা হয় না

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নতুন একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে খুঁজে পেতে যা যা করার দরকার পরে তার উপরে কথাগুলো বলা হয়। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে যে তিনটি বিষয় বলা হয় না তার মধ্যে অন্যতম তিনটি বিষয় ভুলে ধরা হলো-



১. দির্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা:

একটি ওয়েবসাইট বা পণ্য বা ব্র্যান্ডকে সার্চ ইঞ্জিন বান্ধব করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজটুকু শেষ করেই অনেকের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যায়। একটি ওয়েবসাইটের প্রাথমিক ব্যাক লিংক এবং ব্র্যান্ডিং এর কাজটুকু অনেক সময়ই ওয়েব ডিজাইনের সাথে সম্পর্কিত থাকে আর এই কাজগুলোকে অনেকে ওয়েব ডিজাইনের মতোই প্রাথমিক কাজ হিসেবে নিয়ে এবং গুগলে ইন্ডেক্স করা এবং একটি পেজ র‍্যাংক দেওয়া পর্যন্ত অবস্থাকেই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বলে ধরে নেয়।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য দির্ঘমেয়াদী কাজ করতে হবে।

২. নিয়মিত কনটেন্ট

নিয়মিত সার্চ ইঞ্জিনগুলোকে নিজের সাইটের জন্য সক্রিয় রাখতে হলে অবশ্যই নিয়মিত কনটেন্ট রাখতে হবে। আপনার ওয়েবসাইটে যদি নিয়মিতভাবে কনটেন্ট থাকে তাহলে এগুলোকে গুগল অপ্রয়োজনীয় ভেবে নিতে পারে এবং দিন দিন এই তথ্যগুলো আনইনডেক্সও করে দিতে পারে। বরং নিয়মিত কনটেন্ট থাকলে গুগল বটও বার বার এসে নতুন এবং পুরাতন তথ্যগুলোকে রি ইনডেক্স করে নেবে।

তাছাড়াও নিয়মিত ভিজিটর পেতেও এটি সহায়ক হয়।

৩. পরিবর্তনকে আগে থেকে মেনে নেওয়া

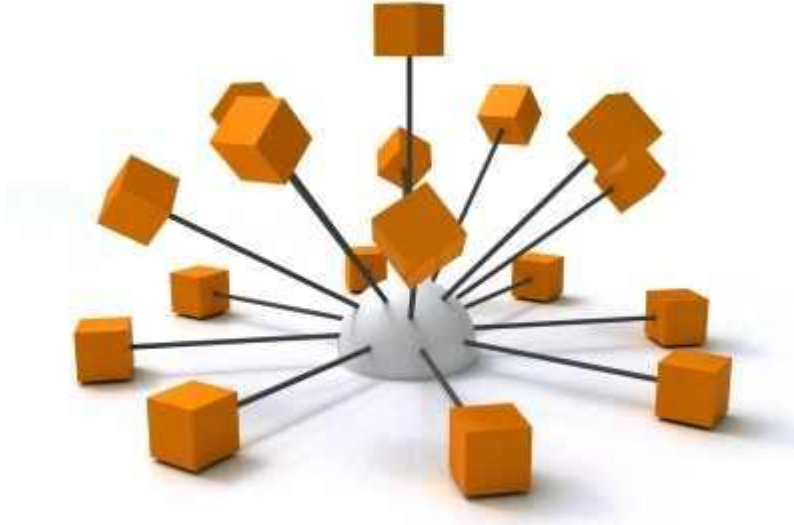
ওয়েব পরিবর্তনশীল। এখনই ভেবে নিতে হবে যে আমাকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে হতে পারে। সময়ের ব্যবধানে ওয়েবে টেক্সট, এনিমেশন, ভিডিও ইত্যাদির ব্যবহার বেড়েই চলেছে। সেই সাথে ডিজাইন ও লেআউটেও সৃজনশীলতার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই প্রবাহ চলতেই থাকবে।

এইচটিএমএল৫, সিএসএস৩ যেমন ডিজাইন ও কোডিং এ নতুন ধারা এনেছে। তেমনি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে সামাজিক নেটওয়ার্কের প্রভাবও বেড়েই চলেছে। আর তাই পরিবর্তনের ধারায় সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনেও পরিবর্তন আনতে হবে।

#9

ব্যাকলিঙ্ক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা...

ইন্টারনেটের সুবাদে যারা এখন ওয়েবসাইট বা ব্লগের মালিক তারা আশা করি নিশ্চই ব্যাকলিঙ্ক শব্দটির সাথে পরিচিত। অনেকে পরিচিত নাও থাকতে পারেন, এমন অনেকেও হয়তোবা আছেন যারা জানেন এ সম্পর্কে কিন্তু ধারণা ভাসাভাসা। আমার লেখাটি তাদের উদ্দেশ্যেই করা। এডভান্সড লেভেলের কেউ তেমন উপকৃত হবেন না, কারণ এই লেখায় শুধু সাধারণ জ্ঞান দেয়া হবে এই টপিকে।



সার্চ ইঞ্জিনে একটি সাইটের র‍্যাঙ্কিং এর জন্যে বেশ

কিছু বিষয় কাজ করলেও প্রধান দু'টি বিষয় হলো

১.অন-পেজ অপটিমাইজেশন এবং ২.অফ পেজ অপটিমাইজেশন।

অন পেজ অপটিমাইজেশন নিয়ে [সজীব ভাইয়ের এই টিউনটি](#) দেখতে পারেন। এই লেখায় অন-পেজ অপটিমাইজেশন নিয়ে বিস্তারিত না বলে সরাসরি মূল কথায় চলে যাই। অফ পেজ অপটিমাইজেশন এর প্রধান অংশ ব্যাকলিঙ্ক।

যখন অন্য কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনার ওয়েবসাইটকে লিঙ্ক করা হবে তখন তা ব্যাকলিঙ্ক হিসেবে গণ্য হবে। আর এই ব্যাকলিঙ্ক আপনার জন্যে ভোটস্বরূপ। অর্থাৎ যেই ওয়েবসাইট আপনার ওয়েবসাইটকে এক বা একাধিক লিঙ্ক দিবে তা আপনার জন্যে ব্যাকলিঙ্ক হিসেবে গণ্য হবে। এর মানে হলো যে সাইট আপনাকে লিঙ্ক দিয়েছে তাদের চোখে আপনার সাইটের ভ্যালু আছে। তো সাধারণ কথায় যখন একটি সাইট অপর একটি সাইটের দিকে লিঙ্ক করে তাই সাধারণত ব্যাকলিঙ্ক।

ইন্টারনেটে কিছু সাইট আছে যেগুলো থেকে প্রাপ্ত ব্যাকলিঙ্ক আপনার জন্যে অনেক উপকার বয়ে নিয়ে আসবে। উদাহরণ স্বরূপ যেসকল ওয়েবসাইট অধিক পেইজর‍্যাঙ্ক এর অধিকারী এবং বেশ জনপ্রিয় সেগুলোর থেকে প্রাপ্ত ব্যাকলিঙ্ক সার্চ ইঞ্জিনে আপনার পজিশনের উন্নতি ঘটাবে। যেমন ধরুন অ্যামাজন ডট কম, ইজিন আরটিকেলস ডট কম ইত্যাদি। এসব ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত ব্যাকলিঙ্ক প্রচুর ভ্যালু বহন করে।

তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে সকল সাইট থেকে প্রাপ্ত লিঙ্কই আপনার জন্যে ব্যাকলিঙ্ক হিসেবে গণ্য হবে না। আমি হয়তোবা ভাবতে পারেন “আপনিই তো বললেন যে কোন সাইট থেকে লিঙ্ক পেলেই সেটা ব্যাকলিঙ্ক।” হুম সাধারণ অর্থে সেটাই সঠিক, কিন্তু আজকাল অনেক সাইট লিঙ্ক নো-ফলো ট্যাগ ব্যবহার করে যা সার্চ ইঞ্জিন ক্রওলার বা সার্চ ইঞ্জিন বটকে লিঙ্ক করা ওয়েবসাইটে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, যার মানে দাঁড়ায় তা ব্যাকলিঙ্ক হিসেবে গণ্য হবে না। এই নো-ফলো ট্যাগ ব্যবহার করা হয় স্প্যামিং বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক্ষেত্রে খুশির বিষয় এই যে, আপনি যদি গুগল ওয়েবমাস্টারস টুলস ব্যবহার করে থাকেন তবে হয়তো লক্ষ্য করেছে আজকাল নো-ফলো লিঙ্কও গুগল বট ইন্ডেক্স করে, অর্থাৎ গুগল সেটাকেও হয়তো ব্যাকলিঙ্ক হিসেবে ধরছে আজকাল।

সব লিঙ্ক একই রকম ভ্যালু বহন করে না। আপনি যদি ৫০ টি শূন্য পেইজ র‍্যাঙ্ক সহ ওয়েবসাইট থেকে লিঙ্ক পান এবং একটি পেজ র‍্যাঙ্ক এক সহ ওয়েবসাইট থেকে লিঙ্ক পান কখনোই তা সমান হবে না। তবে এক্ষেত্রে কিন্তু পেজ র‍্যাঙ্ক এক থেকে প্রাপ্ত লিঙ্কের দাম বেশি হবে। কারণ যে সাইটের পেজ র‍্যাঙ্ক এক তার মানে হলো সে বেশ অনেকগুলো ভোট তথা ব্যাকলিঙ্ক পেয়েছে এবং সেটা আপনার দিকে লিঙ্ক ব্যাক করেছে সেক্ষেত্রে সেই সাইটের কিছুটা লিঙ্ক জুস আপনি পাবেন। ফলে সেটা পেইজ র‍্যাঙ্ক শূন্য ব্যাকলিঙ্ক থেকে বেশি দাম বহন করবে।

উপরে সংক্ষেপে ব্যাকলিঙ্ক সম্বন্ধে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। কতটুকু বোঝাতে সক্ষম হয়েছি জানিনা। তাই কোন সমস্যা বা প্রশ্ন থাকলে কমেণ্টে জানাতে ভুলবেন না। আর লেখা কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন আশা করি।